দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ .. 23 SEP 2007...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

# রংপুর মেডিক্যাল কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন

মানিক সরকার মানিক, রংপুর

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একের পর এক এসব হচ্ছেটা কী? এ প্রশ্ন এখন উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ হাসপাতালে আসা রোগী, রোগীর অভিভাবক এবং সচেতন সাধারণ মানুষের। মাত্র সাতদিনে এ হাসপাতালটিতে ঘটেছে চিকিৎসক ও রোগীর অভিভাবকদের মাঝে তিনটি মারপিটের ঘটনা। এক নবজাতক চুরি, ওষুধ চুরি এবং সদ্য সংযোজিত প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের একটি এমআরআই মেশিনের অংশ বিশেষ পুড়ে যাওয়া ছাড়াও চিকিৎসকদের প্রায় ৩০ ঘণ্টা কর্মবিরতিতে অচল হয়ে পড়ে পুরো এ হাসপাতালটি। সংঘটিত এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই চিকিৎসকসহ কমপক্ষে ১০ জন। গ্রেফতার হয়েছেন ৮ জন। এতে করে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের প্রতিও মানুষের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বিঘ্নিত হচ্ছে। কিন্তু তারপরও একের পর এক ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার নেপথ্য কারণ উদ্ঘাটিত হয়নি একটিরও। তবে অভিজ্ঞমহল মনে করছে বৃহৎ এ হাসপাতালটিকে ঘিরে চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতা, দীর্ঘদিন থেকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গড়ে ওঠা ওষুধ চুরি, লুটপাট সিন্ডিকেটের অন্তর্দ্বন্দ্বও এর মূল কারণ হতে পারে। তবে পাশাপাশি এমন কথাও শোনা যায় যে, ইতোপূর্বেকার চেয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর অনিয়ম দুর্নীতি আর লুটপাট অনেকাংশে কমে চিকিৎসা সেবা বাড়লেও কেন এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কাজেই এ জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেসহ সাধারণ মানুষজন।

জানা গেছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটে গত ১০ সেপ্টেম্বর

## সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয়

হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে। এদিনে রাতে এখানে এক ইন্টার্নী ডাক্তারের অবহেলায় শহরের কেল্লাবন্দ এলাকার আব্দুর রাজ্জাক (৬৫) নামের এক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয় বলে রোগীর পরিবারের অভিযোগ। পরে মৃতের ছেলে সোহেল দায়িত্বরত ইএমও ডা. আক্তার হোসেনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এক পর্যায়ে দায়িত্বরত চিকিৎসকরা এক হয়ে সোহেলকে তাদের কক্ষে আটক ও পুলিশ ডেকে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। অবশ্য পরদিন তাকে জামিনে মুক্ত করা হয়। পরদিন ১১ সেপ্টেম্বর সকালে হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে রাউন্ড চলাকালে মিজানুর রহমান নামের এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য ঢোকার চেষ্টা করার ঘটনা নিয়ে ঘটে আরেক অপ্রীতিকর ঘটনা। বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীরা ওই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যকে থানা পুলিশে সোপর্দ করে। ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে কার্ডিওলজি বিভাগে মাহবুবার রহমান নামের এক কলেজ উপাধ্যক্ষের মৃত্যু হলে মৃতের শোকাতুর দুই ছেলে এবং তাদের লোকজনের সঙ্গে চিকিৎসকের তুমুল মারপিটের ঘটনা ঘটে। এতে ওই বিভাগের এক সহকারী রেজিস্ট্রার ও এক ইন্টার্নিসহ আহত হয় ৫ জন। এ ঘটনায় প্রায় ৬ ঘণ্টা মৃতের লাশ আটকে রাখে চিকিৎসকরা এবং প্রায় ২৬ ঘণ্টা হাসপাতালে কর্মবিরতি পালন করে। পরে পুলিশ কর্মকর্তা, পৌর চেয়ারম্যান, কলেজ অধ্যক্ষ ও হাসপাতাল পরিচালকের অব্যবস্থায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের অতি প্রয়োজনীয় ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) মেশিনের একটি অংশ রহস্যজনকভাবে বৈদ্যুতিক কারণে পুড়ে যায়। এ ছাড়া ওই রাতেই হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ড থেকে আলাউদ্দিনের স্ত্রী মোমেনার সদ্যজাত সন্তান চুরি হয়ে যায়। এ ঘটনায় সন্দেহজনক দু'জনকে গ্রেফতার করা হলেও দু'দিনেও শিশুটিকে উদ্ধার করা যায়নি।

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, হাসপাতালের কিছু অসাধু চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, নার্স, দালাল সমন্বয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র। এই চক্রের দ্বারা ইতোপূর্বে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে জায়গা দখল, দোকানপাট গড়ে তোলা, ওষুধ চুরি, টেন্ডারবাজি, লুটপাট, বদলি বাণিজ্যসহ সবকিছুই পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হতো।

বর্তমানে সেসব বন্ধ হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে হাসপাতালটিতে চিকিৎসার মানও বেড়েছে আগের তুলনায়। বর্তমানে হাসপাতালে অতি মূল্যবান এমআরআই, সিটি স্ক্যান, বিভিন্ন ধরনের এক্সরে, রেডিও থেরাপি, ভিজিও থেরাপিসহ রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষাও স্বল্পমূল্যে করা সম্ভব হওয়ায় রোগীরা অনেক ক্ষেত্রেই উপকৃত হচ্ছেন। এতে করে হাসপাতালের রাজস্বও বেড়েছে আগের চেয়ে বেশি। সিনিয়র চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ—কোন কোন চিকিৎসক হাসপাতালে একবার রাউন্ড দিয়ে রোগী দেখে তাদের সহকারী কিংবা রেজিস্ট্রার এবং ইন্টার্নীদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে চলে যান